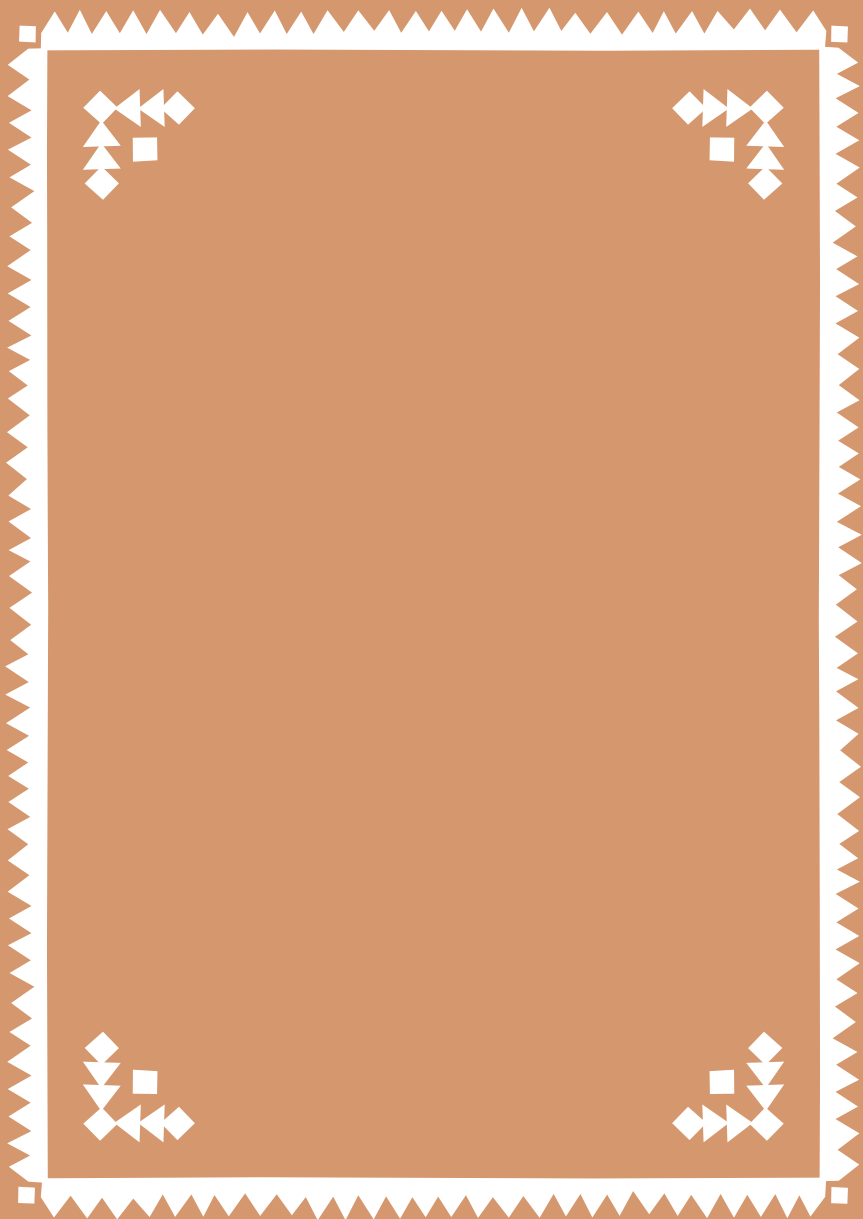




চিরায়ত

কল্যাণী

জীবনানন্দ দাশ



KOBI PROKASHANI

কল্যাণী
জীবনানন্দ দাশ
প্রকাশকাল
কবি প্রকাশনী প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০২৬

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী
৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম বেইজমেন্ট
২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব

লেখক

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ

সব্যসাচী হাজারা

নান্দীমুখ

শেখ মোহাম্মদ সালেহ রাকী

বর্ণবিন্যাস

মোবারক হোসেন

মুদ্রণ

কবি প্রেস

৩৩/৩৪/৪ আজিমপুর রোড লালবাগ ঢাকা ১২১১

ভারতে পরিবেশক

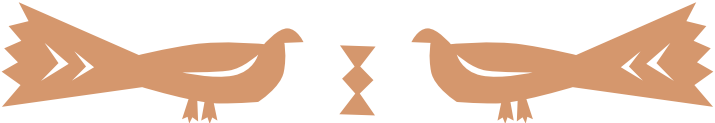
অভিযান বুক ক্যাফে কথাপ্রকাশ ঢাকা বুকস বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং বাতিঘর কলকাতা

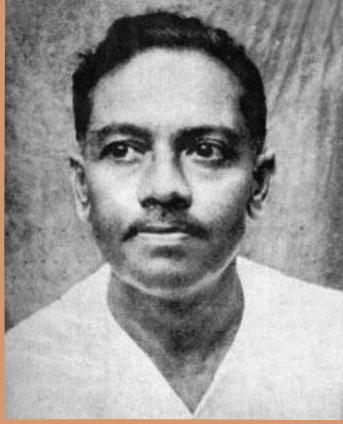
মূল্য ৩০০ টাকা

Kollani a novel by Jibanananda Das
Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market Katabon Dhaka 1205
Kobi Prokashani First Edition: October 2026
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price BDT 300 RS 300 US\$ 15
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-2250-29-3

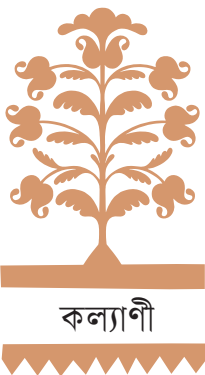
ঘরে বসে কবি প্রকাশনীর যেকোনো বই কিনতে ডিজিট করুন
www.kobibd.com অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১





জীবনানন্দ দাশ

জন্ম : বরিশাল, ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৯। বরিশাল ব্রজমোহন
স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক (১৯১৫), বরিশাল
ব্রজমোহন কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে আইএ (১৯১৭)
সালে। কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বিএ
(১৯২১) ডিগ্রি লাভ। ১৯৩০-এ ঢাকার লাবণ্য গুপ্তের
সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ। কিছুকাল বেকার জীবন
যাপন। কিছুকাল ব্যবসা করার পর ১৯৩৫-এ বরিশাল
ব্রজমোহন কলেজে অধ্যাপনার চাকরি লাভ। ১৯৪৬
পর্যন্ত এ কলেজে অধ্যাপনা। অতঃপর কলকাতা গমন।
প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ ‘ঝরা পালক’ (১৯২৮),
‘ধূসর পাণ্ডুলিপি’ (১৯৩৬), ‘বনলতা সেন’ (১৯৪২),
‘সাতটি তারার তিমির’ (১৯৪৮), ‘রূপসী বাংলা’
(১৯৫৭)। মৃত্যুর পর প্রকাশিত উপন্যাস ‘মাল্যবান’
(১৯৭৩), ‘সতীর্থ’ (১৯৭৪)। মৃত্যু : কলকাতা,
ট্রাম দুঘটনা, ২২ অক্টোবর, ১৯৫৪।



কল্যাণী

রায়চৌধুরীমশাই নানারকম কথা ভাবছিলেন। প্রথম জমিদারিটা কোর্ট অব ওয়ার্ডসে দিলে কেমন হয়?

ভাবতে গিয়ে তিনি শিহরিত হয়ে উঠলেন। অবস্থাটা অত খারাপ হয়নি।

কোনোদিনও যেন না হয় ওরকম অবস্থা!

কোর্ট অব ওয়ার্ডসের কথা তিনি ভুলে যেতে চাইলেন।

হাতের চুরটটা নিভে গিয়েছিল—

রায়চৌধুরীমশাই জ্বালিয়ে নিলেন।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। শালিখবাড়ির নদীর পাশে তার দরদালানটা—রায়চৌধুরীদের তেতলা জমিদারবাড়ি; সেই ক্লাইভের আমলে তৈরি আধ-ইংরেজি আধ-মুসলমানি ধরনের একটা মস্ত বড় ধূসর পুরীর মতো; চারদিককার আকাশ, মাঠ, ধানের খেত, নদী, নদীর বাঁক, খাঁড়ি, মোহানা, চরগুলোকে উপভোগ করবার এমন একটা গভীর সহায়তা করছে—দৈত্যরাজের উঁচু কাঁধের মতো এই প্রগাঢ় বাড়িখানা।

তেতলার পশ্চিম দিকে বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে চৌধুরীমশাই দেখছিলেন সব—উত্তর দিকে ন্যাওতার মাঠ—ধু ধু করে অনেক দূরে ভিলুন্দির জঙ্গলে গিয়ে মিশেছে। এই মাঠে কত কী যে ব্যাপার কতবার হয়ে গেল—নিজের চক্ষেও চৌধুরী কত কিছু দেখলেন!

তারপর এলো শান্তি—মাঠটা স্কুল কলেজের ছেলেদের ফুটবল গ্রাউন্ড হলো, কখনো বা মিটিং হয় এখানে, কংগ্রেসের ক্যাম্প বসে, ডিস্ট্রিক্ট টিচারদের, মুসলমানদের মাহিয্য নমঃশূদ্দের কনফারেন্স হয়; বেদিয়ারা আসে, বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীদের আখড়া হয়ে ওঠে।

এই সমস্তই শান্তির (উন্নতি অবসরের) জিনিস। আগেকার অনেক গুণি পাপ কলঙ্কের ওপর এগুলো ঢের সান্ত্বনার মতো।

(মাঠটার প্রায় সমস্ত জায়গাই এখন উলুঘাসে ভরে আছে—আর কাশে। কিন্তু ফুটবল খেলা আরম্ভ হবার আগেই মাঠের দক্ষিণ দিকটা বেশ পরিষ্কার করে নেওয়া হবে।)

বর্ষার মুখে শালিখবাড়ির নদীটা পেটোয়া হয়ে উঠেছে।

ইলিশ মাছের জালে জালে নদীটা ভরে গেছে; পশ্চিম মুখে নদীর কোলঘেঁষা একটা সরু লাল রাস্তার দিকে তাকালেন চৌধুরী—বিশ-পঞ্চাশটা ইলিশের নৌকা জমা হয়ে গেছে ওখানে—আধ ঘণ্টার মধ্যেই সমস্ত টাউনটার নাড়িনক্ষত্রে ইলিশের চালান শুরু হবে।

কুড়ি-পঁচিশটা স্টিমার তিন-চারটা বড় বড় জেটির কিনার ঘেঁষে নদীর (ঘাটের কাছাকাছি) ইতস্তত ছড়িয়ে রয়েছে; দু-একটা কয়লাঘাটার দিকে ধীরে ধীরে যাচ্ছে; সবসময়ই এমনি অনেকগুলো স্টিমার এই ঘাটে মোতায়েন হয়ে থাকে; এখানকার এ স্টিমার স্টেশন এ অঞ্চলে খুব বড়।

কলকাতার এক্সপ্রেস স্টিমার ছাড়ল।

চৌধুরীমশায়ের চুরুট জ্বলতে জ্বলতে নিভে গিয়েছে আবার।

জ্বালালেন তিনি।

জমিদারবাড়ির তেতলার কাছে আকাশটা ঘেঁষে কাকগুলো ভিলুন্দির জঙ্গলের দিকে চলল। পশ্চিমের গোলাপি পিঁয়াজি মেঘের ভিতর নলচের মতো কালো কালো ঠোঁট মুখ পাখা নিচে সবুজ নাকি নীল জঙ্গল ধানখেত রূপোর পৈছের মতো নদী—শকুনের মেটে পাখা চিলের সাদা পেট সোনালি ডানা—রাত গাঢ় হয়ে নামবার আগে এইগুলো রঙের খেলা—রসের খেলাও বটে।

কিন্তু দু-এক মুহূর্তের শুধু—

শঙ্খচিলটা অন্তর্হিত হলো।

খানিকক্ষণ পরে পৃথিবী একটু চিমসে জ্যোৎস্না জোনাকি আর